নির্দেশকের কথা

এক জীবনে নিজেকে নানা রঙে প্রকাশ করে মানুষ। একের মধ্যে রূপ আর অরূপের সন্ধান মেলে। জীবনের হাজার বাঁকে অসংখ্য ঘটনার প্রেক্ষিতে ঘটে এই রূপান্তর। সবকিছু রঙিন করে দেখা ভাবোখালী গ্রামের সরল মানুষগুলোও এই রূপান্তরের বাইরে নয়। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারাও খোলস পাল্টায়। সবকিছু নিয়েই পারাপার নাটকের ভাবোখালী নানা বর্ণে বর্ণিত রঙিন এক গ্রাম। নাট্যকার মাসুম রেজার লেখনীতে এই চিত্র যেন আরো রঙিন হয়ে ফুটে উঠেছে। পারাপারে লোক সমাজের কথাই যেন ব্যক্ত হয়েছে তাই লোক ঐতিহ্যের নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। ভাবোখালীর নানা রঙ দৃশ্যকাব্য হয়ে পাদপ্রদীপের নীচে উদ্ভাসিত হবে এই প্রত্যাশায় নাট্যকার মাসুম রেজা তার এই সৃষ্টি পরম মমতায় যেন আমার হাতে অর্পণ করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। দেশ নাটকের সাথে প্রায় দুই যুগ ধরে সম্পৃক্ত থাকলেও নির্দেশনার পথে এটি প্রথম যাত্রা। আমার প্রতি আস্থা রাখার জন্য দেশ নাটকের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

পারাপার প্রযোজনায় চরিত্রাভিনয়রীতি ধারা অনুসরন করা হয়েছে। তবে, গল্পের বলার প্রয়োজনে বর্ণণাধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে যেমন চরিত্র নিজে চরিত্রের ব্যাখ্যা করে বরং তেমনি বর্ননাকারী ভিন্ন চরিত্রে হয়ে অন্য চরিত্রকে ব্যাখ্যা করে। গল্পের আবিশ্যিকতায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার আগমন ঘটে।

সংগীত বাংলা নাটকের প্রাণ। পারাপার নাটকে সংগীতের প্রয়োগ তাই যথাযথভাবে প্রতিফিলত হয়েছে। নাট্য মূহুর্ত সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে এবং দুটি দৃশ্যের সংযোগস্থলে সংগীতের আবিশ্যকতা লক্ষ্যনীয়। পারাপার যেন সুরের সাগরে ভেসে যাওয়া এক তরী। এই তরীর হাল ধরার কাজটি সহজ হয়েছে দেশ নাটকের সঙ্গীতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিভাধর গুণী শিল্পীদের জন্য। সেই সাথে, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইউসুফ হাসান অর্ক স্যারের সুরারোপিত দুটি গান পারাপারে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। পোষাক পরিকল্পনায় সাজিয়া আফরিন, মঞ্চসজ্জায় কাজী কোয়েল, আলো নিয়ে ফারুক খান টিটু এবং পোস্টারে চারু পিন্টুর অলংকরণ পারাপারকে অপরূপ রূপে সাজিয়েছে। পারাপারের মঞ্চভ্রমনে আমার প্রাণশক্তি হয়ে সবসময় পাশে ছিল এর কলাকুশলীরা। তারুণ্যে উজ্জীবিত দেশ নাটকের কলাকুশলীদের দীর্ঘ ৮৫ দিনের নিরলস পরিশ্রমে স্বার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে পারাপার। পারাপারের মঞ্চায়নের সফলতায় বিভিন্ন নাট্যদলের কর্মী, নাট্যব্যাক্তিত্ব, আমার পরিবার, সহকর্মীসহ সকলের যে সহযোগীতা পেয়েছি তা আজন্মকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ফাহিম মালেক ইভান
নির্দেশক

কাহিনী সংক্ষেপ :

ভাবোখালী গ্রামের সরল মানুষগুলো জীবনকে খুব সহজ করে দেখে। সরল মনে জীবনকে রঙিন করে দেখে সবকিছু। ঘুড়ির খেলা, পালাগান, ঐতিহ্যবাহী সব আয়োজনে আনন্দে অতিবাহিত হয় দিন। গ্রামের মহাজন ড্যাডম মালিথার বাড়ীতে প্রতিবছর আয়োজিত হয় পালাগান। এবারের আয়োজনে পালা করবে কলকাতা থেকে আসা ড্যাডম মালিথার পুত্র ডালিম মালিথার বন্ধু চিনু গায়েন। পালাগানে সবাইকে মুগ্ধ করে ভাবোখালী গ্রামের সকলের মন জয় করে নেয়

চিনু। সে মুগ্ধতার ঘোর লাগে জোসনার মনেও। চিনুর অপূর্ব বাকচাতুর্য আর গুনে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ে চিনু ভালবাসায়। অন্যদিকে, চিনুর গ্রাম ছোট ঝলমলয়িার বাড়িতে চিনুরই অপেক্ষায় থাকে মাঞ্জেলা, চিনুর সাথে বিয়ের হবে বলে প্রতিক্ষায় কাটে যার ৪ বছর। ভালবাসার মানুষের প্রতিক্ষার প্রহর যখন শেষ হয়না তখন মাঝে মাঝেই গ্রামে ফেরী করতে আসা চুড়িবুড়ির কাছে তার গোপন কথার পশরা সাজায়। চুড়িবুড়িও তাকে স্বান্তনা দেয়, সেই সাথে পরামর্শ দেয় চিনুকে ভুলে যাওয়ার, প্রতিশ্রুতি দেয় কলকাতায় নিয়ে চাকরী দেয়ার। অন্যদিকে ভাবোখালী গ্রামের সকলের ইচ্ছায় চিনুর সাথে বিয়ে হয় জোসনার এবং তারই সাথে কলকাতায় পাড়ি দেয়ার উদ্দ্যেশে এসে পৌঁছায় বেনাপোলের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। অবরোধে সিমান্ত বন্ধ থাকার কারনে আশ্রয় নেয় এলাকার প্রভাবশালী সংস্কৃতি অনুরাগী , যাত্রাদলের পৃষ্ঠপোষক রশিদ কোম্পানীর হোটেলে। সেখানে এসে চিনুর নতুন পরিচয় উন্মোচিত হয়। প্রকাশিত হয় এক অজানা তথ্য। হঠাৎ করেই চিনুর মুখোমুখী এসে দাঁড়ায় মাঞ্জেলা। সেও বুড়ির সাথে কলকাতায় যাবার প্রত্যাশায় এখানে এসে হাজির। জীবনের কঠিন পর্যায়ে এসে প্রকাশিত হয় এক চরম সত্য যা মাঞ্জেলার কাছে অবিশ্যাস্য মনে হয়। চিনু আসলে জোসনাকে বিয়ের প্রলোভনে কলকাতায় পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যায়, অন্যদিকে একই পেশার চুড়িবুড়িও মাঞ্জেলাকে একই কারনে কলকাতায় পাড়ি দেয়ার পরিকল্পনা করে। জোসনাকে নিয়ে চিনুর পেশাগত দিক আর মাঞ্জেলার প্রতি তার প্রেম চিনুকে এক গভীর সঙ্কটে ফেলে দেয়। মানব জীবনের চরিত্রের এই বৈপরীত্য প্রতিটি মানুষকে এক কঠিন পথে ধাবিত করে।